(একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত হবে)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কল্যাণ-১ শাখা
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

নম্বর-৪৮.০০.০০০০.০০০.০১২.১৯.০০৮১.২৫-**১৯৯**

তারিখ : ১৫ মাঘ ১৪৩২ / ২৯ জানুয়ারি ২০২৬

পরিপত্র

বিষয়ঃ সকল সরকারি হাসপাতাল ও অনুমোদিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের কল্যাণে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী জীবন সায়াহ্নে এসে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদেরকে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত সকল সরকারি হাসপাতাল, সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অনুমোদিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ১৮ নভেম্বর ২০২৫ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের কল্যাণে হাট ও বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২৫ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী এর চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত নীতিমালা এবং স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামীর চিকিৎসার প্রয়োজনে এ মন্ত্রণালয় হতে সকল সরকারি হাসপাতাল ও অনুমোদিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে এবং এ অর্থ দ্বারা তাঁদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। প্রদেয় চিকিৎসা সেবার মান ও সুবিধাদির পরিধি আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

০২। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর পরিচিতিমূলক দলিলপত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত সমন্বিত তালিকা বা এমআইএস যাচাইপূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামীকে বর্ণিত নীতিমালার আওতায় চিকিৎসা প্রদান করতে পারবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরের সকল সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। তাঁরা উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সরকারি হাসপাতাল বা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান সম্ভব না হলে বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে ভর্তি হতে পারবেন। বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

১।	বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা
২।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা
৩।	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
৪।	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা
৫।	জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা
৬।	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা
৭।	জাতীয় কিডনী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা
৮।	জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
৯।	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
১০।	জাতীয় বক্ষব্যধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা
১১।	ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্স ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
১২।	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
১৩।	খুলনা বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা

CamScanner

১৪।	গোপালগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ
১৫।	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম
১৬।	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ
১৭।	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী
১৮।	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর
১৯।	এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট
২০।	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল
২১।	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মিরপুর-২, ঢাকা
২২।	বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা
২৩।	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি, কামরুজ্জামান সরণি, ঢাকা
২৪।	ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, শাহবাগ, ঢাকা

০৩। **হাসপাতালে ভর্তি:** বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সরকারি হাসপাতাল বা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের চিকিৎসা প্রদান সম্ভব না হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে রেফার্ড হয়ে এসে অনুচ্ছেদ ০২ এ উল্লেখিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবে। প্রয়োজনে বিশেষায়িত হাসপাতালে সরাসরি ভর্তি হয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা যাবে।

০৪। **চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রমাণক দাখিল:** মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত সমন্বিত তালিকা/এমআইএসভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী এ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে চিকিৎসা সেবা পাবেন। অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী কর্তৃক হাসপাতালে ভর্তির পূর্বে বা চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd-এ প্রকাশিত সমন্বিত তালিকা/এমআইএস এ তাঁদের তথ্য যাচাই করবেন। সমন্বিত তালিকা/এমআইএস-এ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী'র তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গেলে তিনি এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

০৫। **চিকিৎসা সেবা প্রদান:** হাসপাতালে ভর্তিকৃত (আউট ডোর রোগীসহ) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী-এর অনুকূলে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহসহ সর্বোত্তমভাবে সকল চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সকল ধরনের চিকিৎসা, বিভিন্ন টেস্ট, চিকিৎসা পরামর্শ, শল্য চিকিৎসা, পথ্য, বেড সরবারাহ, হাসপাতাল কর্তৃক ঔষধ সরবরাহ, নার্সিং সেবা ইত্যাদি চিকিৎসা সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে। হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী এর অনুকূলে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করা যাবে। হাসপাতাল হতে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা সম্ভব না হলে হাসাপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনে নির্ধারিত এক বা একাধিক ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ ক্রয় করে সরবরাহ করা যাবে। মাসিকভিত্তিতে বিল যাচাই করে ঔষধের মূল্য পরিশোধ করা যাবে। ঔষধের মূল্য কোনোক্রমেই খুচরা মূল্যের বেশি হবে না। অনুরূপভাবে কোনো হাসপাতালে কোনো বিশেষ টেস্টের সুবিধা না থাকলে জরুরি প্রয়োজনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত এক বা একাধিক ল্যাব থেকে উক্ত পরীক্ষা করাতে পারবে; এক্ষেত্রেও মাসিকভিত্তিতে বিল যাচাই করে পরীক্ষার ফি পরিশোধ করা যাবে। ঔষধের মূল্য বা পরীক্ষার ফি বাবদ কোনো অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামীকে কোনোভাবেই নগদে বা চেকের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে না।

০৬। **চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ:** বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী এর চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশিষ্ট হাসপাতালসমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল হাসপাতালের অনুকূলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫% ব্যয় হবার পরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে চাহিদা প্রদান করা হলে পুনরায় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তহবিল সংকট বা অন্য কোনো অজুহাতে চিকিৎসা সেবা প্রদান কোনোভাবেই ব্যাহত করা যাবে না। বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা বাবদ নিম্নরূপভাবে অর্থ ব্যয় করা যাবে:

(১) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় পদ্ধতি নিম্নরূপ-

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের চিকিৎসা বাবদ জনপ্রতি উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা খরচ করা যাবে;

CamScanner

(খ) বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য বাৎসরিক অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাবে; এবং

(গ) তবে দফা (খ) বহাল থাকা সত্ত্বেও বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীগণের জটিল রোগের চিকিৎসা বা মুমূর্ষু রোগীর জরুরি অপারেশন ও চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে, উক্ত বিশেষায়িত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিকিৎসা বাবদ বাৎসরিক সাকুল্যে অনধিক ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে।

(২) বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের স্ত্রী বা স্বামীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় পদ্ধতি নিম্নরূপ-

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের স্ত্রী বা স্বামী এর চিকিৎসা বাবদ জনপ্রতি উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, জেলা পর্যায়ে হাসপাতালের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে হাসপাতালের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা খরচ করা যাবে;

(খ) বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের স্ত্রী বা স্বামী এর সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য বাৎসরিক অনধিক ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাবে;

(গ) একইসাথে দফা (খ) বহাল থাকা সত্ত্বেও বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের স্ত্রী বা স্বামী এর জটিল রোগের চিকিৎসা বা মুমূর্ষু রোগীর জরুরি অপারেশন ও চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে, উক্ত বিশেষায়িত হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা বাবদ বাৎসরিক সাকুল্যে অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে; এবং

(ঘ) তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর একাধিক স্ত্রী থাকলে উপরি-উক্ত দফা (ক), (খ) এবং (গ) এর আলোকে প্রদেয় চিকিৎসা সুবিধার পরিমাণ তাদের প্রত্যেকের মধ্যে সমহারে বিভাজিত হইবে এবং তাহারা সে মোতাবেক চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হইবে।

(ঙ) বীর মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর স্ত্রী/স্বামীর নামসহ অন্যান্য তথ্য Health Module সফটওয়্যারে পাওয়া গেলে তার সঠিকতা যাচাইয়ান্তে তাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(৩) তবে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান শেষে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত Health Module সফটওয়্যারে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি এবং অর্থ ব্যয়ের তথ্য এন্ট্রি প্রদানপূর্বক ব্যয় বিবরণী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) হাসপাতাল ত্যাগের সময় প্রয়োজনে ১৫ (পনেরো) দিনের ঔষধ আগাম ক্রয় করে দেওয়া যাবে। শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত এমআইএস/সমন্বিত তালিকাভুক্ত সকল জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী এ চিকিৎসা সুবিধা পাবেন।

(৫) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামী ব্যতীত তাদের সন্তান বা অন্য কেউ এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৬) ভর্তিকৃত বা আউট ডোর উভয় ধরনের রোগীদের এ চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(৭) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত এমআইএস/সমন্বিত তালিকাভুক্ত যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর ১১ ডিজিটের ইউনিক এমআইএস নম্বর ০১... দিয়ে শুরু শুধুমাত্র সে সকল জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী এবং তাদের স্ত্রী বা স্বামী এ চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হবেন। যুদ্ধাহত বা খেতাব প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের স্ত্রী বা স্বামী এ নীতিমালার আওতায় চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৮) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের স্ত্রী বা স্বামীকে কোনোভাবেই নগদে বা চেকের মাধ্যমে কোনো অর্থ প্রদান করা যাবে না।

০৭। **চিকিৎসা সেবার মান ও ব্যয় যাচাই:** হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীসহ তাঁদের স্ত্রী বা স্বামীকে সর্বোত্তমভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই বা নিরীক্ষা করা হবে। এ লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে প্রদত্ত চিকিৎসার মান এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা যাচাইপূর্বক এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। সাধারণত প্রতি ৬ (ছয়) মাসে একটি করে সভা করতে হবে; তবে

CamScanner

বিশেষ কারণে প্রয়োজন হলে সদস্য-সচিব সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে যেকোনো সময় সভা আহবান করতে পারবে। বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

(ক) **উপজেলা পর্যায়ের কমিটি:**

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- সভাপতি
(২) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচিত কমান্ডার/আহবায়ক/তাঁর প্রতিনিধি/ক্ষেত্র বিশেষ প্রশাসকের প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এমআইএস/সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা)	- সদস্য
(৩) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	- সদস্য
(৪) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	- সদস্য-সচিব

(খ) **জেলা পর্যায়ের কমিটি:**

(১) জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
(২) জেলা কমান্ডার/আহবায়ক/তাঁর প্রতিনিধি/ক্ষেত্র বিশেষ প্রশাসকের প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এমআইএস/সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা)	- সদস্য
(৩) আবাসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিনিধি	- সদস্য
(৪) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	- সদস্য
(৫) ডেপুটি সিভিল সার্জন/সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি/আরএমও/মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক	- সদস্য-সচিব

(গ) **বিভাগীয় পর্যায়ে কমিটি (ঢাকা মহানগর ব্যতীত):**

(১) বিভাগীয় কমিশনার	- সভাপতি
(২) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন জেলা কমান্ডার/প্রশাসক (জেলা কমান্ডার হবে www.molwa.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এমআইএস/সমন্বিত তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা)	- সদস্য
(৩) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক	- সদস্য
(৪) সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা বিশেষায়িত হাসপাতালের একজন উপপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)।	- সদস্য-সচিব

(ঘ) **ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের কমিটি:**

(১) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মনোনীত একজন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার)	- সভাপতি
(২) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান/আহবায়ক/প্রশাসক এর প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এমআইএস/সমন্বিত তালিকাভুক্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা)	- সদস্য
(৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা (www.molwa.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এমআইএস/সমন্বিত তালিকাভুক্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা)	- সদস্য
(৪) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	- সদস্য
(৫) সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ বা বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক	- সদস্য
(৬) সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা বিশেষায়িত হাসপাতালের একজন উপপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)।	- সদস্য সচিব

তবে, ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের মধ্যে যে সকল হাসপাতালে ব্যয়ের পরিধি বেশি সে সকল হাসপাতালের ক্ষেত্রে 'চিকিৎসা সেবার মান ও ব্যয় যাচাই কমিটি'র সুপারিশক্রমে এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত ০১ (এক) জন সদস্য কো-অপট করা যাবে।

CamScanner

০৮। **চিকিৎসা সেবার মান ও ব্যয় যাচাই কমিটির সদস্যদের সম্মানি:**

কমিটির সদস্যগণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৯) এর আলোকে প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নরূপ হারে সম্মানি প্রাপ্য হবেন। মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে এ ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

ক্রমিক নম্বর	হাসপাতালের ধরণ/বিবরণ	চিকিৎসা সেবার মান ও ব্যয় যাচাই কমিটির সদস্যদের সম্মানির হার
০১	উপজেলা পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালের জন্য গঠিত কমিটি	১,০০০/- (এক হাজার) টাকা
০২	জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালের জন্য গঠিত কমিটি	২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা
০৩	বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য গঠিত কমিটি	৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা
০৪	ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের জন্য গঠিত কমিটি	৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা

০৯। **নিরীক্ষা কার্যক্রম:** সরকারি বিধি-বিধান মোতাবেক চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় নিরীক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হবে। বাৎসরিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে এবং অর্থ ব্যয়ে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রচলিত সরকারি অর্থ ব্যয়ের বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১০। **আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা:** বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত কর্মকর্তা আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন:

ক্রমিক	বিবরণ	আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার পদবী
০১	উপজেলা পর্যায়ে সরকারি হাসপাতাল	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
০২	জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল	সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
০৩	সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	পরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
০৪	বিশেষায়িত হাসপাতাল	হাসপাতালের প্রধান/পরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

১১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

০৫/০২/২০২৫

(মো: আক্তার হোসেন)
উপসচিব(কল্যাণ-১)
ফোন: ০২-২২৩৩৫৫৪৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল).....
৪। পরিচালক, (বিশেষায়িত/মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) .....
৫। জেলা প্রশাসক (সকল) .....
৬। সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক (সকল) .....
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), উপজেলা.....জেলা.....
৮। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা ..... জেলা.....

CamScanner